41739 - যার উপর দীর্ঘ ময়োদি ঋণ আছে তনিি কি হজ্জ করবনে?

প্রশ্ন

আমি জানি যার উপরে ঋণ আছে তার উপরে হজ্জ ফরয হয় না। কন্তিু, দীর্ঘ ময়োদি ঋণরে ক্ষত্রেওে এটি প্রযোজ্য হবে? হতে পারে কোন ব্যক্তরি রয়িলে এস্টটে ব্যাংকে ঋণ আছ। যে ঋণ পরশিোধ করতে তার আজীবন লগেে যাব। এই ব্যক্তরি উপর কি হজ্জ ফরয?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যদি কোন ঋণ তাৎক্ষণকিভাবে পরশিোধ করা আবশ্যক হয় তাহলে হজ্জরে উপর সে ঋণকে প্রাধান্য দয়ো হব; যহেতেু হজ্জ ফরয হওয়ার আগইে ঋণ হয়ছে। তাই আগে ঋণ পরশিোধ করে তারপর হজ্জ আদায় করব। যদি ঋণ পরশিোধ করার পর তার কাছে কোন কছিু না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাকে সম্পদশালী করা পর্যন্ত অপক্ষো করব। আর যদি নয়িমতান্ত্রকি ময়োদী ঋণ হয় এবং ব্যক্তি নজিরে ব্যাপারে নশ্চিতি হয় য, ঋণ পরশিোধরে সময় হলে সে পরশিোধ করতে পারবে তাহলে এ ঋণ হজ্জ ফরয হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করব না; এক্ষত্রেে ঋণদাতা তাকে অনুমতি দয়িে থাকুক কংিবা না দয়িে থাকুক। আর যদি সে ব্যক্তি ঋণ পরশিোধ করার ব্যাপারে নশ্চিতি না হয় তাহলে ঋণ পরশিোধরে সময় পর্যন্ত অপক্ষো করব।

এর আলোকে আমরা বলব: ‘ভূ-সম্পত্তি উন্নয়ন ফান্ড’ এ যার ঋণ আছে সে যদি নজিরে ব্যাপারে জানে য, ঋণ পরশিোধরে ময়োদে সে পরশিোধ করতে পারবে তাহলে ঋণ থাকা সত্ত্বওে তার উপর হজ্জ ফরয হব।[ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২১/৯৬)]

আরও জানতে দখেুন: 36852 নং প্রশ্নোত্তর।